১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫
পঞ্চাশত্তমীর পর চতুর্দশ রবিবার
অনুধ্যান / Theme :- স্বাধীন হবার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন

গণনাপুস্তক ১৪:১-১০ক,
গীতসংহিতা ১০৬:২৪-২৭,৪১-৪৪,
গালাতীয় ৪:৮-১১,
লূক ১৩:১০-১৭

মূল পদ: *"হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।"* লূক ১৩:১২।

খ্রীষ্টে ভাই ও বোনেরা, আজ আমরা ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ ও প্রেমের মাধ্যমে আমাদের যে স্বাধীনতার জন্য আহ্বান করেছেন তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য একত্রিত হই। আমরা প্রায়শই শুনি যে স্বাধীনতা খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়, কিন্তু খ্রীষ্টে মুক্ত হওয়ার অর্থ কী? এটি কি বাহ্যিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি, নাকি এটি আরও গভীরে যায়, আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে আবদ্ধ করে এমন শৃঙ্খলগুলিকে সম্বোধন করে?
আজকের জন্য শাস্ত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান কেবল একটি বিমূর্ত ধারণা নয় বরং আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জীবন্ত বাস্তবতা। বিদ্রোহ, পুনরুদ্ধার এবং যীশুর মুক্তিদানকারী শক্তির গল্পগুলি অন্বেষণ করার সময়, আমরা দেখতে পাব যে খ্রীষ্টে প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করা। আমাদের মূল পদটি লূকের সুসমাচার থেকে এসেছে, যেখানে যীশু সেই নারীকে বলেন যিনি তিনি আরোগ্য করেন, " হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে" (লূক ১৩:১২)। এই বিবৃতিটি আমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার হৃদয়কে ধারণ করে - তাঁর মধ্যে আমাদের পূর্ণ জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যেকোনো কিছু থেকে আমাদের মুক্ত করা।

১. স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যানের বিপদ (গণনাপুস্তক ১৪:১-১০ক)
গণনাপুস্তক ১৪-এ, আমরা ইস্রায়েলের ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত দেখতে পাই। ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পর, তারা প্রতিশ্রুত দেশের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভয় তাদের হৃদয়কে আঁকড়ে ধরেছিল। বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়ার এবং ঈশ্বর তাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করার পরিবর্তে, তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের পূর্বের দাসত্বের স্থান মিশরে ফিরে যেতে চেয়েছিল।
এই অনুচ্ছেদটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের স্বাধীনতার আহ্বান আমাদের প্রায়শই অজানায় পা রাখতে হয়, এমনকি যখন আমরা সামনের পথ দেখতে পাই না তখনও তাঁর উপর আস্থা রাখতে হয়। ইস্রায়েলিয়াদের ভয় এবং বিশ্বাসের অভাব তাদেরকে ঈশ্বরের দেওয়া স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেছিল। পরিবর্তে, তারা তাদের শৃঙ্খলের পরিচিতির জন্য আকুল ছিল। ইস্রায়েলিয়াদের মতো, আমরা কতবার ঈশ্বরের দেওয়া স্বাধীনতায় প্রবেশ করার চেয়ে পরিচিতদের সান্ত্বনা পছন্দ করি - এমনকি যদি এর অর্থ দাসত্বে থাকাও হয়? ইস্রায়েলিয়াদের বিদ্রোহ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি আছে। ঈশ্বর তাদের দুধ ও মধু প্রবাহিত দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের ফলে বছরের পর বছর ধরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরাও যখন ঈশ্বরের দেওয়া স্বাধীনতার বিরোধিতা করি, আমাদের ভয়, সন্দেহ এবং পুরানো চিন্তাভাবনার সাথে লেগে থাকি, তখন আমরা নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক মরুভূমিতে খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্বদা আমাদের প্রান্তর থেকে বের করে তাঁর স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে নিয়ে আসা।

২. মুক্তির জন্য আর্তনাদ (গীতসংহিতা ১০৬:২৪-৪৪)
গীতসংহিতা ১০৬ ইস্রায়েলের অবাধ্যতার কথা বর্ণনা করে, তবে এটি ঈশ্বরের করুণা এবং অবিচল প্রেমকেও তুলে ধরে। যদিও তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশকে বিদ্রোহ করেছিল এবং তুচ্ছ করেছিল, যদিও তারা প্রতিমাদের দিকে ফিরে গিয়েছিল এবং বারবার পাপ করেছিল, তবুও ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন। গীতরচক লিখেছেন, "তথাচ তিনি যখন তাহাদের কাকূক্তি শুনিলেন, তখন তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি তাহাদের পক্ষে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন, নিজ দয়ার মহত্ত্বানুসারে অনুশোচনা করিলেন।" (গীতসংহিতা ১০৬:৪৪-৪৫)। আমরা এই ঈশ্বরের সেবা করি - যিনি সাহায্যের জন্য আমাদের আর্তনাদ শোনেন এবং আমাদেরকে আবদ্ধ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। এমনকি যখন আমরা ব্যর্থ হই, এমনকি যখন আমরা পাপ বা সন্দেহের পুরানো রীতিতে ফিরে যাই, তখনও ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন না। পরিবর্তে, তিনি আমাদের স্বাধীনতার দিকে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর চুক্তির প্রেম সমস্ত প্রজন্ম ধরে স্থায়ী হয় এবং তিনি সর্বদা আমাদের মুক্তি এবং পুনরুদ্ধার করতে প্রস্তুত থাকেন। এই গীতসংহিতা আমাদের শেখায় যে স্বাধীনতা এমন কিছু নয় যা আমরা আমাদের ধার্মিকতার দ্বারা অর্জন করি; এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি উপহার। আমরা যত দূরেই ঘুরে বেড়াই না কেন, যতদিন ধরেই বন্ধনে আবদ্ধ থাকি না কেন, ঈশ্বরের প্রেম প্রতিটি শৃঙ্খল ভেঙে আমাদের তাঁর প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

৩. জগতের বন্ধনে ফিরে আসা (গালাতীয় ৪:৮-১১)
নতুন নিয়মের গালাতীয় পাঠে, প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছেন যে ঈশ্বরকে জানার পর জগতের দুর্বল ও মূল্যহীন নীতিগুলিতে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। গালাতীয়রা আইনবাদ এবং আচার-অনুষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছিল, যা পৌল দাসত্বের একটি রূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের স্বাধীনতা অনুভব করার পরে, তারা বন্ধনের জোয়ালে ফিরে যাবে। এই অনুচ্ছেদটি একটি শক্তিশালী স্মারক যে ঈশ্বর আমাদের যে স্বাধীনতা প্রদান করেন তা কেবল বাহ্যিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি নয় বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি। খ্রীষ্টকে জানার আগে, আমরা পাপ, জগতের মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় আইনবাদের দাস ছিলাম।
কিন্তু এখন, খ্রীষ্টে, আমাদের অনুগ্রহের স্বাধীনতায় বাস করার জন্য ডাকা হয়েছে। পৌলের কথাগুলি আমাদের নিজেদের জীবন পরীক্ষা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। গালাতীয়দের মতো, আমরা কি এমন কোন উপায়ে আচরণ বা চিন্তাভাবনার পুরানো ধরণে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ হই? আমরা কি ঐতিহ্য, নিয়ম বা মানসিকতা ধরে রাখছি যা ঈশ্বর আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা সীমিত করে? খ্রীষ্টে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে তা নিয়মের একটি সেট অনুসরণ করার বিষয়ে নয় বরং আত্মায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহের আনন্দ এবং স্বাধীনতায় জীবনযাপন করার বিষয়ে। আসুন আমরা আবার জগতের পথে দাসত্ব না করি বরং খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন তার পূর্ণতাকে আলিঙ্গন করি।

৪. আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্তি (লূক ১৩:১০-১৭)
আজকের মূল পদটি লূকের বর্ণনা থেকে এসেছে যেখানে যীশু আঠারো বছর ধরে আত্মার দ্বারা পঙ্গু এক মহিলাকে সুস্থ করেছিলেন। যীশু তাকে সমাজগৃহে দেখে ঘোষণা করেন, " হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে" (লূক ১৩:১২)। তিনি তার উপর হাত রাখেন, এবং সাথে সাথে সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এই অলৌকিক ঘটনাটি আমাদের জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার হৃদয় প্রকাশ করে। যীশু আমাদের সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন - তা শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা মানসিক হোক না কেন। এই বিবারণের মহিলাটি বহু বছর ধরে দুর্বলতার আত্মার দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে, যীশু তাকে মুক্ত করে দেন। এই স্বাধীনতা যীশু বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসা সকলকে প্রদান করেন। তবুও, গল্পটি তার আরোগ্যের সাথে শেষ হয় না। সমাজগৃহের নেতা বিশ্রামবারে যীশুর আরোগ্যের বিরোধিতা করেন, সেই আইনবাদ প্রকাশ করেন যা এখনও অনেকের হৃদয়কে আঁকড়ে ধরেছিল। যীশু তাদের ভণ্ডামিকে ডেকে উত্তর দেন, দেখিয়ে দেন যে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ধর্মীয় আইনের কঠোর পালন নয়, বরং করুণা এবং মুক্তির। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খ্রীষ্ট যে স্বাধীনতা প্রদান করেন তা শারীরিক নিরাময়ের বাইরেও; এটি জগৎ এমনকি ধর্ম আমাদের উপর যে শৃঙ্খল চাপিয়ে দিতে পারে তা থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তি। প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল খ্রীষ্টের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং এটি আমাদের সকল ধরণের বন্ধন থেকে মুক্ত করার তাঁর ইচ্ছা। আমরা ভয়, পাপ, অপরাধবোধ বা আইনবাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকি না কেন, যীশুর আমাদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, ঠিক যেমন তিনি এই গল্পের নারীর জন্য করেছিলেন।

<u>আসুন আমরা তিনটি মূল দিক তুলে ধরে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ধারণাটি আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করি: পাপ থেকে মুক্তি, শয়তান থেকে মুক্তি এবং অনন্ত মৃত্যু থেকে মুক্তি।</u>

১. পাপ থেকে মুক্তি
খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা যে সবচেয়ে বড় উপহার পাই তার মধ্যে একটি হল পাপের শক্তি থেকে মুক্তি। যীশুকে জানার আগে, পাপ এমন এক প্রভুর মতো যা আমাদের উপর শাসন করে। আমরা হয়তো ভালো করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা প্রায়শই এমন অভ্যাস, আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মে আটকা পড়ে যাই যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রোমীয় ৬:৬ পদে পৌল লেখেন, “আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর নাথাকি।” আমরা যখন খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, তখন আমাদের পাপপূর্ণ স্বভাব তাঁর সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়। এর অর্থ এই নয় যে আমরা আর কখনও পাপ করি না, বরং আমরা আর পাপের দাস নই। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের এখন প্রলোভন প্রতিরোধ করার এবং ঈশ্বরকে খুশি করে এমন জীবনযাপন করার ক্ষমতা আছে। রোমীয় ৮:১-২ পদে পৌল এই স্বাধীনতার কথা বলেছেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেন, “অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। কেননা খ্রীষ্টযীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। ” ক্রুশে যীশুর বলিদান আমাদের আবদ্ধ পাপের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছে। পাপের আর আমাদের উপর চূড়ান্ত বক্তব্য নেই, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে আমরা একটি রূপান্তরিত জীবন উপভোগ করতে পারি। এই স্বাধীনতা আমাদের আলোতে চলার, সত্যে জীবনযাপন করার এবং পাপের উপর ধার্মিকতা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

২. শয়তান থেকে মুক্তি
বাইবেল আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে যীশু আমাদের শয়তানের শক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বিরোধীর লক্ষ্য হল মানুষকে প্রতারণা করা, ধ্বংস করা এবং পাপ ও অন্ধকারের দাসত্বে আটকে রাখা। কিন্তু ক্রুশে খ্রীষ্টের বিজয়ের মাধ্যমে, বিশ্বাসীদের উপর শয়তানের ক্ষমতা ভেঙে ফেলা হয়েছে। কলসীয় ১:১৩ আমাদের বলে, "কারণ তিনি আমাদের অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে নিয়ে এসেছেন।" এই "অন্ধকারের কর্তৃত্ব" আমাদের জীবনের উপর শয়তানের

প্রভাবকে বোঝায়, যা আমাদের ঈশ্বরের সত্যের প্রতি অন্ধ করে রাখে এবং পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দাসত্বে রাখে। কিন্তু একবার আমরা খ্রীষ্টের কাছে আসি, তখন আমরা সেই কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে ঈশ্বরের আলোর রাজ্যে স্থানান্তরিত হই। এছাড়াও, ইব্রীয় ২:১৪-১৫ বলে যে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে, যীশু "যার হাতে মৃত্যুর ক্ষমতা আছে তাকে - অর্থাৎ শয়তানকে - ধ্বংস করেছেন এবং যারা তাদের সমস্ত জীবন মৃত্যুর ভয়ে দাসত্বে বন্দী ছিল তাদের মুক্ত করেছেন।" বিশ্বাসীর জীবনের উপর শয়তানের আর কোন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নেই কারণ খ্রীষ্ট তাকে পরাজিত করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে শয়তান আমাদের প্রতারিত করার চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে, আমাদের তাকে প্রতিরোধ করার এবং যীশু ইতিমধ্যেই যে বিজয় অর্জন করেছেন তাতে দৃঢ় থাকার ক্ষমতা রয়েছে (যাকোব ৪:৭)।

৩. অনন্ত মৃত্যু থেকে মুক্তি

সর্বশেষে, যীশু আমাদের অনন্ত মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করেন, যা পাপের চূড়ান্ত পরিণতি। অনন্ত মৃত্যু বলতে নরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝায়, যারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাগ্য। রোমীয় ৬:২৩ পদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "কারণ পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।" পাপের কারণে, মানবজাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত বিচ্ছিন্নতার জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সেই অভিশাপকে উল্টে দেয়। তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের মাধ্যমে, আমরা কেবল ক্ষমা পাইনি বরং অনন্ত জীবনও লাভ করি। যোহন ৮:৫১ পদে, যীশু বলেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ আমার বাক্য পালন করে সে কখনও মৃত্যু দেখতে পাবে না।" এটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু - ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত বিচ্ছিন্নতা - এর কথাও নির্দেশ করে, বরং খ্রীষ্টে আমরা যে অনন্ত জীবন লাভ করি তার দিকেও ইঙ্গিত করে। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান নিশ্চিত করে যে মৃত্যু বিশ্বাসীদের জন্য শেষ নয়। পৌল ১ করিন্থীয় ১৫:৫৫-৫৭ পদে লিখেছেন, "হে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?... কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয় দান করেন।" যীশুর কারণে, অনন্ত মৃত্যু তার হুল হারিয়েছে। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য শারীরিক মৃত্যু শেষ নয়, বরং ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার।

উপসংহার

খ্রীষ্টে, আমরা সত্যিকার অর্থে মুক্ত - পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত, শয়তানের কবল থেকে মুক্ত এবং অনন্ত মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এমন কিছু নয় যা আমরা নিজেরাই অর্জন করতে পারি, বরং এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ উপহার, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা যখন এই স্বাধীনতায় বাস করি, তখন আমাদের ঈশ্বরের সত্যের আলোয় চলার, বিরোধীর চক্রান্ত প্রতিরোধ করার এবং অনন্ত জীবনের আশা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আজ আমরা যখন এই অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে চিন্তা করি, তখন আসুন আমরা মনে রাখি যে ঈশ্বর আমাদের মুক্ত হতে আহ্বান করেছেন - ভয় থেকে মুক্ত, পাপ থেকে মুক্ত, জগতের পথ থেকে মুক্ত এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত। খ্রীষ্টে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে তা হালকাভাবে নেওয়ার মতো কিছু নয়, এবং এটি এমন কিছু নয় যা আমরা অবহেলা করতে পারি। এটি অনুগ্রহের একটি উপহার, যা খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের জন্য অর্জিত হয়েছে, এবং এটি বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসা সকলের জন্য উপলব্ধ। আসুন আমরা এই সত্য দ্বারা উৎসাহিত হই যে, আমরা যতদিন ধরেই আবদ্ধ থাকি না কেন, আমাদের সংগ্রাম যতই গভীর হোক না কেন, ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং করুণা আমাদের মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। লূকের সুসমাচারের মহিলার মতো, আমরা যেন সোজা হয়ে দাঁড়াই এবং ঈশ্বর আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

প্রার্থনা

স্বর্গীয় পিতা, আপনার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আপনি আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি আমাদের সেই স্বাধীনতার পূর্ণতায় চলতে সাহায্য করুন, জগতের পথে বা একসময় আমাদের আবদ্ধ শৃঙ্খলে ফিরে না যান। ভয়, পাপ এবং সমস্ত ধরণের আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করুন, যাতে আমরা আপনার অনুগ্রহের আনন্দ এবং শান্তিতে বাস করতে পারি। আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করুন এবং আপনার অবিচল প্রেমে বিশ্বাস করতে আমাদের সাহায্য করুন, জেনে রাখুন যে আপনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। যীশুর শক্তিশালী নামে, আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।